শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাই স্কুল)

বিষয় ঃ ইতিহাস

শ্রেনী ঃ সপ্তম

একক : মুঘল সাম্রাজ্য (পঞ্চম অধ্যায়)

উপ একক : সম্রাট আকবরের উল্লেখযোগ্য রাজ্য জয় (১৫৫৬ খ্রিঃ-১৬০৫ খ্রিঃ)

পূর্ব পাঠে আমরা জেনেছি ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আফগান শাসক শেরশাহের মত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ দিল্লির সিংহাসনে বসেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শিরহিন্দের যুদ্ধে হুমায়ুন আফগানদের পরাজিত করে দিল্লিতে মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন । ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আকবর মাত্র ১৩ বছর বয়সে বৈরাম খাঁ নামক অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীর অভিভাবকত্বে দিল্লির সিংহাসনে বসেন ।

আজ আমরা উক্ত অধ্যায়টির সম্রাট আকবরের রাজ্যজয় সম্পর্কে (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ - ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত আলোচনা করবো ঃ

আলোচ্য পাঠের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ-

আকবর ঃ (১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ - ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ) :-

- মুঘল সম্রাট আকবর ছিলেন ভারতের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট । তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি, প্রশাসনিক দক্ষতা, বিদ্যোৎসাহিতা, ধর্মীয় উদারতা, কূটনৈতিক বিচক্ষণতা ও মানবতাবোধ তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাটে পরিণত করেছে ।

- ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পিতা হুমায়নের মৃত্যুর পর নাবালক আকবর মাত্র ১৩ বছর বয়সে মুঘল সম্রাট রূপে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন । এই সময় মুঘল সাম্রাজ্য দিল্লি, আগ্রা ও পাঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন মুঘল সাম্রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করলেও তিনি মুঘল সাম্রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি ।

- উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আফগান শক্তি তখনও প্রবল ছিল । শেরশাহের অন্যতম বংশধর মহম্মদ আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি 'হিমু' দিল্লি জয়ের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে দিল্লির অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে বৈরাম খাঁ ও আকবর হিমুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন । ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ই নভেম্বর দিল্লির নিকট পানিপত নামক জায়গায় 'পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে' আকবর হিমুকে পরাজিত করেন এবং আফগানদের আধিপত্য চিরতরে ধ্বংস হয় । ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয় । সিংহাসনে আরোহনের পর আকবর প্রথম চার বছর 'বৈরাম খাঁ', ধাত্রীমাতা 'মহম অনগা' - তাঁর পুত্র 'আদম খাঁ' ও অপরাপর আত্মীয়দের প্রভাবাধীন ছিলেন । বৈরাম খাঁর মৃত্যুর পর তিনি ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহন করেন ।

- আকবর সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন । দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধের পর তিনি একে একে ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে মালব, ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে গন্ডোয়ানা, আজমীর, জৌনপুর ইত্যাদি অধিকার করেন।

- এরপর তিনি রাজপুতানার দিকে দৃষ্টি দেন । রাজপুতরা ছিলেন যুদ্ধবিদ্যা ও শৌর্যে শ্রেষ্ঠ । আকবর উপলব্ধি করেন যে - রাজপুতদের মিত্রতাই মোগলদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটাবে । তাই তিনি রাজপুতানা জয়ের ক্ষেত্রে মৈত্রী নীতি বা বৈবাহিক সম্পর্ক ও যুদ্ধনীতি উভয়ই অনুসরন করেন। ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অম্বর রাজ বিহারী মলের কন্যা 'যোধাবাঈ'কে বিবাহ ও তাঁর পুত্র ভগবান দাস পৌত্র মানসিংহকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন ।

- ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিকানীরের রাজ কন্যাকে বিবাহ করেন । ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ভগবান দাসের কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্র সেলিমের বিবাহ দেন ।

- রাজপুতদের সহযোগিতা ও সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্রাট তীর্থকর ও জিজিয়া কর তুলে দেন এবং তিনি রাজপুতদের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নেন ।

- অনেক রাজপুত আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও মেবার, রনথম্বোর প্রভৃতি রাজ্যগুলি কোনো ক্রমেই তাঁর বশ্যতা স্বীকারে রাজি ছিলেন না । মেবারের রানা 'উদয় সিংহ' ও তাঁর পুত্র রানা 'প্রতাপ সিংহ' তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেন । ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর অবরোধ করে চিতোরের দূর্গটি জয় করেন ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে রানা 'উদয় সিংহ'এর মৃত্যু ঘটলে তাঁর পুত্র আকবরের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন । ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে 'হলদিঘাটের যুদ্ধে' আকবরের বাহিনীর কাছে রানা 'প্রতাপ সিংহ' পরাজিত হন । যুদ্ধে পরাজিত হয়েও তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেননি । যুদ্ধনীতি অনুসরণ করে তিনি ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাট ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সুরাট, ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা, ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কাবুল, ১৫৯২ খ্রিষ্টাব্দে উড়িশ্যা ও ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বেলুচিস্তান ও কান্দাহার অধিকার করেন।

- এরপর আকবর দাক্ষিনাত্য বিজয়ে মনোনিবেশ করেন । কারণ দাক্ষিনাত্যের খান্দেশ ও আহম্মদ নগর এই দুটি রাজ্য তখনও মুঘলদের দখলে আসেনি । ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আহম্মদ নগর ও ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে খান্দেশে অভিযান করেন । ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খান্দেশের দূর্ভেদ্য আসিরগড় দূর্গটি দখল করেন । ইহাই ছিল আকবরের শেষ অভিযান । ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয় ।

এক নজরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাল তারিখ ঃ-

• পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ	-	১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ
• হলদিঘাটের যুদ্ধ	-	১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ
• চিতোর জয়	-	১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দ
• আহম্মদ নগর জয়	-	১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ
• খান্দেশের অসিরগড় দূর্গ জয়	-	১৬০১ খ্রিষ্টাব্দ
• সম্রাট আকবরের মৃত্যু	-	১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ

HOME WORK

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (প্রতিটির মান - ১)	উত্তর সংকেত
১) আকবর কার অভিভাবকত্বে কত বছর বয়সে শাসনভার গ্রহন করেন ?	অসিরগড়
২) আদিল শাহের প্রধান সেনাপতির কে ছিলেন ?	অমর সিংহ
৩) কত খ্রিষ্টাব্দে আকবর চিতোর জয় করেন ?	১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দ
৪) ওয়াতন কথাটির অর্থ কী ?	১৬০১ খ্রিষ্টাব্দ
৫) উদয় সিংহের পুত্রের নাম কী ?	বৈরাম খাঁ, ১৩ বছর
৬) রানা প্রতাপের পুত্রের নাম কি ছিল ?	নিজের ভিটে বা এলাকা
৭) খান্দেশের গুরুত্বপূর্ণ দূর্গটির নাম কী ?	রানা প্রতাপ সিংহ
৮) আকবর অসিরগড় দূর্গটি দখল করেন কত খ্রিষ্টাব্দে ?	হিমু
৯) আহমেদ নগরের প্রধান মন্ত্রী কে ছিলেন ?	মালিক অম্বর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২)

ক) কত খ্রিষ্টাব্দে কাদের মধ্যে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল ?

খ) হলদিঘাটের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল ও এই যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছিল?

বিশ্লেষন ধর্মী প্রশ্নাবলী (মান - ৪)

ক) সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি সম্পর্কে আলোচনা করো ।

রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন (মান - ৮)

ক) সম্রাট আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার কীভাবে ঘটান ?